১৬৮।১ সি, রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা--৬ হইতে
শ্রীআদিত্যনাথ দাস বিরচিত ও প্রকাশিত।

জনমতের রায়

—প্রাপ্তিস্থান—
মহাজাতি সাহিত্য মন্দির
১৬৮।১ সি, রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

মূল্য—দশ পয়সা মাত্র।

জনমতের রায়

ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের এবার চতুর্থ নির্ব্বাচন,
সারা ভারতে পড়ে গেল সাড়া—বিরাট আলোড়ন।
পনর হতে একুশে ফেব্রুয়ারী নির্ব্বাচন চলে,
ভোটারগণ লাইনবন্দী ভোট দেয় দলে দলে।
পঁচিশে ফেব্রুয়ারী নির্ব্বাচন হ'ল সারা পশ্চিমবঙ্গে,
সকাল হ'তে ছোটে ভোটার মত্ত রণরঙ্গে।
বুথে বুথে লাইনবন্দী পুরুষের পাশে নারী,
প্রখর-সূর্য-তাপ মাথে দাঁড়িয়ে সারি সারি।
ঘণ্টারপর দাঁড়িয়ে ঘণ্টা ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে,
ভোটারগণ ভোট দিয়ে ফেরে গম্ভীর অন্তরে।
কে কারে দিয়েছে ভোট বোঝা নাহি যায়,
ব্যালট বাক্সে বোঝাই রয় জনমতের রায়।
ভোট গনণার ফলাফল বাহির হ'ল যবে,
চক্ষু হ'ল চড়কগাছ কংগ্রেসীদের সবে।
"অতি দর্পে হত লঙ্কা" পতন ভয়ঙ্কর,
অতি বাড় বাড়ালে পরে ভাঙ্গে লাগি' ঝড়।
অতি বাড় বাড়িয়েছিল কংগ্রেসীরা সবে,
বাংলার জনগণ আচ্ছা শিক্ষা দিল এবার তবে।
অজয় নদে বান ডেকে এবার তুফান বয়ে যায়,
সেই তুফানে পড়ে "কাঁচকলা মন্ত্রী" হাবুডুবু খায়

(দুই)

আরামবাগের মানুষগুলো হারাম অতি ভাই,
সোনার স্বর্গ গড়ে দিয়েও—কৃতজ্ঞতা নাই।
আবার বাঁকুড়ার লোকগুলো হাগুরে মন্দ নয়,
কানা বেগুন পুড়িয়ে তারা পরমানন্দে খায়।
রেলের এক শ্রমিক নেতা মারিল এক ধক্কা,
ধরাশায়ী হ'ল কানা হাতি পায় বুঝি অক্কা।
ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ! ঘৃণায় মরিতে ইচ্ছা হয়, চলে যাব বনে,
এ কানা চোখ পোড়ামুখ দেখাবনা ভদ্রাসনে।
দুই শত আশি আসন পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায়,
একশত সাতাশ কংগ্রেসীরা পায়, বাঁকি বিরোধীরা পায়।
সম্মিলিত বিরোধীরা তাই ন্যায়ের দাবী করে,
নতুন জাতীয় সরকার করবে গঠন পশ্চিমবঙ্গ 'পরে।
এবার কালোবাজারীর চক্ষুস্থির যারা গুদামজাত করে,
ব্ল্যাকমার্কেট বন্ধ এবার নয়নে পানি ঝরে।
গুদামে গুদামে ভর্ত্তি মাল ভাবছে গালে হাত,
কেনা দামেও হবেনা বিক্রি মাথায় বজ্রাঘাত।
ভুঁড়ি তাদের শুকিয়ে যায় চিন্তার নাই অন্ত,
টিকি ধরে কখন মারবে টান বিদ্রোহী শাসন যন্ত্র।
কালো টাকা লুকিয়ে যারা রেখেছে মাটির তলে,
ধরতে তাদের পারলে এবার মারবে পিঁষে ডলে।
তাদের টাকায় গড়বে সরকার কলকারখানা,
কোটী কোটী বেকারীর মুখে জুটবে তাতে খানা।
এবার চাউল সস্তা হবে ডাল তেল আটা চিনি,
মাছ মাংস খাব কষে সস্তায় সব কিনি।

গিন্নিদের এবার চার বেলা খেয়ে গতর বেড়ে যাবে,
চোপ্‌সা মুখে নতুন করে লাবণ্য ফিরে পাবে।
মাগি বাজারে গহনাগুলো গেছে বিক্রমপুরে,
আবার সোনা সস্তা হবে অঙ্গ যাবে মুড়ে।
গিন্নিরা আবার পর্‌বে আলতা, লাল পেড়ে সাড়ি,
স্নো-পাউডার মেখে মুখে যাবে বাপের বাড়ি।
গিন্নিদের মুখে ফোটাতে হাসি সারা বাঙলায়,
দুঃশাসনের বিরুদ্ধে জনগণ দিয়েছে তাই রায়।
নতুন সরকার গঠন করি'—অজেয় অজয়,
তোমার জয়ধ্বনিতে ভরে' উঠুক সারা বিশ্বময়।

অজয় মুখার্জীর বাণী

নব-নির্ব্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় কুমার মুখার্জী শপথ গ্রহণের আহ্বান পাওয়ার পর পশ্চিমবাংলার জন সাধারণকে আহ্বান জানিয়ে বলেন, দুর্নীতি ও অরাজকতার অন্ধ গোলক ধাঁধায় সমগ্র দেশ যখন হতাশা ও অবসাদে আত্মগ্লানিতে মুহ্যমান হয়ে খুঁজছিল পথের দিশা-সেই গণজীবনের ক্রান্তিকালে আগামী দিনের আশার ইঙ্গিত দিল জনতার রায়। দুঃস্থ, নিপীড়িত জন মানসে বইল উদ্দীপনার উৎসধারা।

রাহু-কবলিত বাংলা দেশের এই মুক্তি স্নান জাগ্রত গণচেতনার অবশ্যম্ভাবী ফল শ্রুতি। বিদ্রোহী বাঙ্গালীর আত্মপ্রকাশের মূর্তরূপ। ইতিহাসের নূতন দিক্-নির্দ্দেশ। অত্যাচারী দলীয় চক্রের বিরুদ্ধে গণ-আদালতের নির্মম রায়।

ভারতবর্ষের চতুর্থ সাধারণ নির্ব্বাচনে বাংলা দেশের পটভূমিকায় শাসক

...র বিরুদ্ধে এই সুমহান জয় কোন দল বা ব্যক্তি বিশেষের নয়। এই দয় ...দ্বিক মানুষের ঐক্যবদ্ধ আত্মবিশ্বাসের জয়।

সর্বপ্রকার অন্যায় ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে আপোষহীন এই সংগ্রামের সামিল ...ের জনসাধারণ আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার গ্রহণ করুন—অসংখ্য শুভানুধ্যায়ীরা, ...রা ব্যক্তিগতভাবে অভিনন্দন জানিয়েছেন আমাকে।

জনতার রায়ে অগ্নিপরীক্ষার প্রথম ধাপ পেরিয়ে এসেছি আমরা। আমি ...ও বিশ্বাস করি দেশ গঠনের গুরুদায়ীত্ব পালনের আগামী দিনেও ...র জনগণ পাশে দাঁড়াবেন আমাদের, বুকে বুক দিয়ে, হাতে হাত মিলিয়ে ...রবেন বহু সাধনার ধন এই গণতান্ত্রিক অধিকারকে। জয়হিন্দ্।

বঃ—২।৩।৬৭

— — — — —

রাইটার্স বিল্ডিংসের সম্মুখে জনসমুদ্র। বামপন্থী ঐক্য জিন্দাবাদ ধ্বনি ...ের মুখে মুখে। নীচে আর উপরের তলায় কর্মচারীদের ঠাসাঠাসি ভীড়। ...ের মুখ প্রদীপ্ত-উজ্জ্বল। এক সঙ্গে সবাই পথ করিয়া ঢুকিলেন মুখ্যমন্ত্রীর ...র। বাহিরে নাম-প্লেট বদল হইয়াছে। জ্বল জ্বল করিতেছে শ্রীঅজয় ...পাধ্যায় নাম।

শ্রীমুখোপাধ্যায় আসিয়া মুখ্যমন্ত্রীর কক্ষে বসিলেন। সামনের আসন ...তে অন্যান্য মন্ত্রীরা—পাশে সাংবাদিক অফিসারদের ভীড়।

এদিকে উৎসাহী জনতার স্রোত উত্তাল হইয়া উঠিয়াছে। মুহুর্মুহু ধ্বনিত ...য়াছে যুক্তফ্রন্ট সরকার জিন্দাবাদ। মুখ্যমন্ত্রীর কক্ষেও ভীড়।

ভিতরে বাহিরে প্রচণ্ড ভীড়। সব কর্মচারী আসিয়াছে মুখ্যমন্ত্রীকে ...তে। একবার শ্রীজ্যোতি বসু বাহিরে আসিয়া কর্মচারীদের সম্বোধন ...রিয়া বলিলেন, যুক্তফ্রন্ট সরকারের পক্ষ হইতে—"আপনাদের সঙ্গে আলোচনা ...ব। সরকারী কর্মচারীদের বিষয় প্রথমেই বিবেচনা করা হইতেছে। ...নাদের অভিনন্দনে আমরা কৃতজ্ঞ।"

ভীড় কাটিয়া গেল—মিনিট পনোরোর মধ্যে আবার ভীড়। রাইটার্স

পাঁচ

বিল্ডিংসের কক্ষে কক্ষে সাড়া। করিডরে জনসমুদ্র। এবার শ্রীঅজয় মু

পাধ্যায় বাহির হইয়া আসিলেন। বলিলেন, "ছাটাই সরকারী কর্মচারী

কাইল দেখা হইতেছে—ব্যবস্থা হইবে। সকলে অভিবাদন নিন।"

ওঁরা কোন দাবী জানাইতে আসেন নাই—আসিয়াছেন শুধু দেখিতে

তবু শ্রীমুখোপাধ্যায়ের কথায় তাঁরা আশ্বস্ত।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই আবার মুখ্যমন্ত্রীর কক্ষে মহিলা কর্মীদের ভী

অন্যান্য মন্ত্রীরা চলিয়া গিয়াছেন। আছেন শুধু মুখ্যমন্ত্রী আর শ্রীআ

কবীর। শ্রীমুখোপাধ্যায় বলিলেন, আপনাদের কথাতো বলিয়াছি।

জবাব দিলেন—শুধু দেখিতে আসিয়াছি।

এইভাবে ঘণ্টা দেড় দুই সময় কাটিয়া গেল। ইতিমধ্যে কিছু কাই

দেখিয়াছেন মন্ত্রীরা—আলোচনা করিয়াছেন কিছু কিছু জরুরী বিষয়ে।

এই দিনের মত কাজ শেষ। নবনির্ব্বাচিত মন্ত্রীরা রাজপথে

জনতার জয়ধ্বনির মধ্যে ফিরিয়া চলিলেন। এবার পার্টি মিটিং—

মন্ত্রীদের নাম আর দপ্তর ঠিক করিতে হইবে। ১৯৪৭ সালের

আগষ্টের উৎসাহের কথা স্মরণ করাইয়া দেয় রাজপথের জনতার হর্ষ

সূর্য তখন মধ্য গগনে।

আশ্চর্য আসন

বার বার দেখিতেছি বাঙলার তক্তে,
যাঁরা এসে বসেছেন জয় করি' ভক্তে।
একে একে মন্ত্রীবর আসিলেন চার,
সবাই রে বৈরাগী—সবাই ব্যাচিলার।
চিরকুমার 'তখৎ' হ'ল নাকি বঙ্গ,
ব্যাচিলার রাজ্যপাল নয় মিছে রঙ্গ।
প্রথমে বসিলেন যিনি বাংলার তক্তে,
প্রফুল্ল ঘোষ নাম ধরিলেন দাঁড় শক্তে।

ছয়

দুর্নিতি উচ্ছেদ করি' গড়্‌বেন স্বর্গ,
শির'পরে লইলেন অনাস্থার খড়্গ !
তাঁরপর আসিলেন ডাক্তার বিধান,
এক যুগ রহিলেন তক্তে অধিষ্ঠান।
ডাক্তারীতে সুনাম তাঁর রয়েছে বিশ্বে,
দেশ শাসন গঠনে খ্যাতি রয় শির্ষে।
তাঁর মৃত্যুতেই তক্তে বসিলেন যিনি,
শ্রীপ্রফুল্ল সেন নাম গুণধর তিনি।
তাঁর আমলে এলো দেশে যুদ্ধ বিগ্রহ,
হাহাকারে ভরে' দেশ—মানুষ নিগ্রহ।
খাদ্যে আগুন দর সব জিনিষে ভাই,
জীর্ণমারা হ'ল মানুষ সারা দেশটাই।
অসন্তুষ্ট হ'ল মানুষ কংগ্রেস শাসনে,
চরম রায় দিল তাই তাদের পিছনে।
একদা কংগ্রেস হ'তে বিতাড়িত যিনি,
বিরোধী দলের নেতা হ'য়ে বসিলেন তিনি,
বাংলার তক্তে—উঠিল জয় জয় ধ্বনি,
দিল সব ভক্তে—বলিল, ওগো গুণমণি !
পূর্ব্ব গগনে ওই দেখ—'নব-সূর্যোদয়',
কর্মে তুমি রাখ কীর্ত্তি—অজেয় অজয় !

———

সরস্বতী প্রিন্‌টিং ওয়ার্কস

কালমাণিক

মনমুগ্ধকর পোষ্টাই

বাস্তবিকই যে বাড়ীতে প্রায়ই কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্ল, অজীর্ণ, লিভার... সর্দ্দি, কাশি লাগিয়াই থাকে, সে গৃহে সর্ব্বদা 'কালমাণিক' রাখিলে তাহা... কবিরাজের খরচা অনেক বাঁচিয়া যায়।

ইহা সেবনে গায়ে তাজা রক্ত জন্মে, অস্থি ও পেশীসমূহ পুষ্ট হয়, হৃদপি... ক্রিয়া বৃদ্ধি পায়, দেহে ও মনে প্রচুর বল পায়, দৈহিক, মানসিক, ... প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতার অবসান ঘটায়। মেহ, প্রমেহ, ঘনঘন ... স্বপ্নদোষ এবং স্ত্রীলোকদিগের বাধক, সূতিকা, প্রদরদোষে ইহার দ্বারা ... ফল দর্শায়।

সুস্থ শরীরে 'কালমাণিক' সেবন করিলে মন প্রফুল্ল হয় এবং মুখশ্রী ... পদ্মের মত ফুটিয়া উঠে। ইহা অধ্যয়নরত ছাত্রের ও মস্তিষ্ক চালনাকারী... বিশেষ উপকারী। একবার মাত্র পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

মূল্য—১ কৌটা—১·৫০ নঃ পঃ মাত্র। ৩ কৌটার কম ভিঃ পিঃ ... হয় না। ভিঃ পিঃ তে ৩ কৌটা মাশুলসহ ৬·২৫ নঃ পঃ পড়িবে। ভিঃ পি... ... কৌটা ঔষধ লইতে হইলে, অগ্রিম অর্দ্ধেক টাকা মনিঅর্ডার না ... ... ভিঃ পিঃ করা হয় না। রিপ্লাই কার্ড ভিন্ন কোন পত্রের উত্তর...

—প্রাপ্তিস্থান—

নিউ বেঙ্গল ফার্ম্মেসী

১৬৮।১ সি, রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

[লিবার্টি সিনেমার নিকটে]

প্রিন্টার—শ্রীসন্তোষ কুমার দাস কর্ত্তৃক "সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস"
১৬৮।১ সি, রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকতা হইতে মুদ্রিত।